# টেংরাটিলা বিপর্যয় ও বিপন্ন জাতীয় স্বার্থ

**অধ্যাপক এম শামসুল আলম**

১৯৫৬ সালে আবিষ্কৃত ছাতক গ্যাসফিল্ডই টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড নামে পরিচিত হয়েছে। ১৯৬১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একুশটি কূপের সাহায্যে এই গ্যাসফিল্ডে গ্যাস উত্তোলন করা হয়। পরিশেষে পানি ওঠায় গ্যাস উত্তোলন স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে এখানে নতুন কূপ খননের মাধ্যমে নতুন করে গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা আর নেয়া হয়নি।

Production Sharing Contract (PSC)-এর আওতায় ১৯৯৭ সালে সেকেন্ড রাউন্ড বিডিং-এ অযোগ্য ঘোষিত হবার পর নাইকো বাংলাদেশের প্রান্তিক/পরিত্যক্ত গ্যাসফিল্ডসমূহ উন্নয়ন ও গ্যাস উৎপাদনের প্রস্তাব জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে। প্রস্তাবটি পেট্রোবাংলা নাকচ করলেও জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় আনে। এভাবে Joint Venture Agreement (JVA)-এর সূত্রপাত হয়।

বাপেক্স এবং নাইকোর মধ্যে সম্পাদিত এই Joint Venture Agreement (JVA) শীর্ষক চুক্তির আওতায় নাইকো, অপারেটর হিসাবে ছাতক গ্যাসফিল্ড (পশ্চিম) উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। গত ৭ জানুয়ারি ২০০৫, রাত ৯.৩০ মিনিটে এই গ্যাস ফিল্ডে খনন চলাকালে কূপে বিস্ফোরণ (ব্লো-আউট) হয় এবং অগ্নিকান্ড ঘটে। ৮ জানুয়ারি ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। গ্যাসের চাপ আকস্মিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ৯ জানুয়ারি তৃতীয় বারের মত আগুন তীব্রতর হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে ২৪ জুন ২০০৫ রিলিফ কূপেও আবার বিস্ফোরণ হয় এবং অগ্নিকান্ড ঘটে।

বাপেক্স এবং নাইকো JVA-তে আবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যেই ২৩ আগস্ট ১৯৯৯ "Frame work of understanding for the study for development and production of hydrocarbon from the non producing marginal gas fields of Chattak, Feni and Kamta" শীর্ষক এক স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ৫.০৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে নাইকো ছাড়া অন্য কোনো পক্ষকে এতদসংক্রান্ত কোনো কাজে আহবান করা যাবে না। চুক্তির ৭.০১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এ সংক্রান্ত বর্ণনার সবকিছুই গোপন রাখা হবে। তবে Swiss challenge পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে তা প্রযোজ্য হবে বলেও এই চুক্তিতে বলা হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী বাপেক্স ও নাইকো ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ডে সমীক্ষা চালায় এবং ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ Bangladesh regional field evaluation Chattak, Feni and Kamta শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করে। এই সমীক্ষায় বলা হয় ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ডে যথাক্রমে ২৬৮, ৫১ এবং ৫ বিসিএফ গ্যাস মজুদ আছে। অথচ পেট্রোবাংলার ২০০৩ সালের প্রতিবেদনে তার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৫.৫, ৭৬.৪৯ এবং ৫.৯ বিসিএফ বলে উল্লেখ করা হয়। ঐ সমীক্ষায় ছাতক (পশ্চিমে) এ গ্যাস উত্তোলনের পর ছাতক (পূর্ব) গ্যাসফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন করা হবে বলে বলা হয়েছে এবং কামতার গ্যাস উত্তোলন অলাভজনক হবে বলে উল্লেখ আছে। ছাতক (পূর্ব) গ্যাসফিল্ডের গ্যাস অনাবিষ্কৃত। ফিল্ড রিপোর্টের কোথাও এ গ্যাসফিল্ডগুলোর প্রান্তিক/পরিত্যক্ত কিনা তার কোনো উল্লেখ বা তথ্য-প্রমাণ নেই। তথ্য ও তত্ত্বগতভাবে গ্যাসফিল্ডগুলো প্রান্তিক/পরিত্যক্ত কিনা সে মূল্যায়ন কোনোভাবেই করা হয়নি। অথচ তথ্য ও তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্যাসফিল্ড সমূহকে প্রান্তিক/পরিত্যক্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। JVA-তে বলা হয়েছে গ্যাসফিল্ড সমূহকে প্রান্তিক/ পরিত্যক্ত ঘোষণার Procedure-ই ঐ গ্যাসফিল্ডসমূহ প্রান্তিক/পরিত্যক্ত ঘোষণা। কিন্তু উক্ত Procedure/rules-এর বিধান অনুযায়ী সরকারের অনুমোদনে পেট্রোবাংলা Procedure-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তাবিত গ্যাসফিল্ডসমূহ প্রান্তিক/পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে পারে। অন্যদিকে Exploration note—এর ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ডসমূহ প্রান্তিক/পরিত্যক্ত ঘোষিত বলে গণ্য করতে হবে।

JVA অনুযায়ী JVA ভুক্ত গ্যাসফিল্ডসমূহের উৎপাদিত গ্যাসের আয় বন্টন হবে Investment Multiple (IM) সূচকের ভিত্তিতে। এই সূচক নির্ণয় সমীকরণ হচ্ছে

$$IM = \frac{\text{(হালনাগাদ মোট গ্যাস থেকে প্রাপ্ত আয় – হালনাগাদ দেশীয় কোম্পানির মোট পাওনা পরিশোধ)}}{\text{নাইকোর হালনাগাদ মোট বিনিয়োগ}}$$

এই সমীকরণ হতে নির্ণিত সূচকের মান ১-এর কম হলে নাইকো ৮০% গ্যাস পাবে। দেশীয় কোম্পানির পাওনা পরিশোধ হবে গ্যাস বিক্রির অর্থে বছর বছর কিস্তিতে। পরিশোধের পরিমাণ যত বেশি হবে সূচকের

মান তত কমতে থাকবে। আবার নাইকোর বিনিয়োগের পরিমাণ যত বাড়বে সূচকের মান তত কমবে। আবার বিনিয়োগের ওপর সরকার বা বাপেক্সের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই বিনিয়োগ এবং তা বাড়ানো/কমানো নাইকোর ইচ্ছাধীন। এরকমবস্থায় সূচক বৃদ্ধি পাওয়ার চেয়ে কম দেখানোর প্রবণতা থাকাই স্বাভাবিক। কেননা সূচক যত কমবে গ্যাসের ভাগ নাইকো তত বেশি পাবে। অন্যদিকে প্রতিটি গ্যাস ফিল্ডের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে হিসাব করা হবে। যদি হিসাব একসঙ্গে করা হত তাহলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেয়ে আয় বৃদ্ধি পেত দ্রুত এবং সূচক-এর মানও বাড়ত। সেক্ষেত্রে গ্যাসের ভাগ নাইকোর চেয়ে সরকারের ভাগে বেশি হত। কিন্তু আয় বিভাজিত হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সূচক বাড়ার প্রবণতা আগের তুলনায় অনেক কমে যাবে এবং নাইকো অনেক বেশি লাভবান হবে। এভাবেই চুক্তিতে নাইকো লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়। অর্থাৎ উৎপাদিত গ্যাসের ৮০% নাইকো এবং ২০% সরকার পায় । নাইকোর দাবি অনুযায়ী প্রতি একক গ্যাস ২.৩৫ ডলার দিয়ে যদি সরকারকে কিনতে হয়, তাহলে ছাতক ও ফেনী গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রতিদিন সরকার ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার একক গ্যাস ক্রয় করলে সরকারের প্রাপ্য ২০% গ্যাসের দাম সমন্বয় করার পরও বছরে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার সরকারের লোকসান গুনতে হবে। তাতে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলের উপর চাপ বাড়বে এবং বাজেট ঘাটতিও বাড়বে। এদিকে গ্যাসের ক্রয় মূল্য নির্ধারণ না করে গ্যাস উত্তোলনের সুযোগ পাওয়ায় নাইকো গ্যাসের মূল্য একক প্রতি ২.৩৫ ডলারের দাবিতে অনড়। অথচ পেট্রোবাংলার প্রস্তাব একক প্রতি ১.৭৫ ডলার। এ প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় গ্যাসের দামের বিষয়টি নিষ্পত্তি হতে পারেনি। তারপরেও গ্যাসের মূল্য বাবদ নাইকোকে ৪ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। JVA অনুযায়ী বাপেক্স ও নাইকো'র যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব থাকার বিধান আছে এবং এ যৌথ হিসাবে গ্যাস বিক্রির অর্থ জমা হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও ঐ ৪ মিলিয়ন ডলার নাইকো ও বাপেক্স-এর মধ্যে আয় বন্টন ছাড়াই নাইকোর নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে । এতে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চূড়ান্ত JVA নাইকো ও বাপেক্স-এর মধ্যে ২৬ অক্টোবর ২০০৩-এ সম্পাদিত হয় সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ২৯ মার্চ ২০০১-এর স্মারক পত্রে Swiss Challenge পদ্ধতির মাধ্যমে JVA চূড়ান্ত করার জন্য চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলাকে বলা হয়েছিল। তিনি তা করেননি। পরবর্তীতে ২৫ আগস্ট ২০০৩ আইন মন্ত্রণালয় প্রদত্ত মতামতে চুক্তিতে আরোপিত শর্ত (উপরে বর্ণিত ৫.০৫ অনুচ্ছেদ) উল্লেখ করে Swiss Challenge পদ্ধতি অবলম্বন অনুৎসাহিত (বারিত) করা হয়। যদিও উপরে বর্ণিত ৭.০১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী Swiss Challenge পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ ছিল।

২. জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ২৯.৭.২০০২ তারিখের সভায় ছাতক (পূর্ব) গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস অনাবিষ্কৃত বিধায় তা JVA ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত ছিল। এ সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও কার্যার্থে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্সকে দেয়া হয়। কিন্তু ছাতক (পূর্ব) গ্যাসফিল্ড খসড়া JVA-তে না থাকলেও চূড়ান্ত JVA সম্পাদন করা হয়েছে ছাতক (পূর্ব) গ্যাসফিল্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেই।

৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আইন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভিমত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। তথাপি সে অনুমোদন ছাড়াই জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশেই JVA সম্পাদন চূড়ান্ত হয়।

৪. উপরোল্লিখিত Procedureকে ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ডকে প্রান্তিক/পরিত্যক্ত ঘোষণা ধরা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম আইন ১৯৭৪-এর ১১ বিধিতে অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রুলস তৈরির ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। উক্ত Procedureকে সে রুলস হিসাবে বিবেচনা করলে তা তৈরি করার ক্ষমতা ১১ বিধি মতে সরকারের রয়েছে। নইলে নয়। কিন্তু আইনগত ভাবে কার্যকর হতে হলে অবশ্যই ১১ বিধি অনুযায়ী অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞাপিত হতে হবে। কিন্তু তা আদৌ হয়নি। কাজেই উক্ত Procedureকে কোনোভাবেই ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ড প্রান্তিক/পরিত্যক্ত ঘোষণা বলা যায় না। অথচ এ Procedureকে সে ঘোষণা গণ্য করে ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ডকে JVA ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও কোনো প্রবর্তিত আইন/রুলস কখনোই বিশেষ নির্দিষ্ট বাস্তবায়িত কাজের আদেশ হতে পারে না। তারপরও এ Procedure/rulesকে ছাতক, ফেনী ও কামতা গ্যাসফিল্ডকে প্রান্তিক/পরিত্যক্ত ঘোষণার আদেশ হিসাবে ধরা হয়েছে।

৫. প্রকৃতপক্ষে ছাতক (পশ্চিম) গ্যাসফিল্ডের মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ১১৯০ বিসিএফ। কিন্তু JVA-তে দেখানো হয়েছে ২৬৮ বিসিএফ।

৬. পেট্রোলিয়াম আইন ১৯৭৪-এর ৪ বিধি অনুযায়ী গ্যাসফিল্ড উন্নয়ন ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা সরকারের। ৮ বিধি অনুযায়ী এই ক্ষমতা শর্তসাপেক্ষে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি আকারে সরকারী আদেশের দ্বারা পেট্রোবাংলার উপর অর্পিত। কিন্তু নাইকোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বাপেক্স, সরকার কিংবা পেট্রোবাংলা নয়। বাপেক্স-এর এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আইনগত ক্ষমতা এই আইনে নেই।

তাছাড়াও PSC-এর আওতায় বরাদ্দ দেয়া ৯ নং ব্লকের Contractorship ক্রয় সূত্রে নাইকো পেয়েছে। বিডিং-এ নাইকো যেহেতু অযোগ্য ঘোষিত হয়, সেহেতু নাইকো PSC ভুক্ত গ্যাসফিল্ড ৯ নং ব্লকের Contractor হওয়ার অযোগ্য ও অনুপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

যে কোনো গ্যাসফিল্ড (প্রান্তিক/পরিত্যক্ত হোক বা না হোক) উন্নয়ন ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনের আওতায় জ্বালানি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও ছাতক (পশ্চিম), ছাতক (পূর্ব), ফেনী ও ৯ নং ব্লকের গ্যাসফিল্ডসমূহের উন্নয়ন ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য সেই আইন পরিহার করে নাইকোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আমাদের বিবেচনায় আইনসম্মত হয়নি।

মাগুরছড়া গ্যাসফিল্ড বিস্ফোরণে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। টেংরাটিলা বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত? তার কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব এখনো হয়নি।

প্রথম বিস্ফোরণের সরকারি তদন্তের সূত্রে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায় ১ বিসিএফ গ্যাস নষ্ট হয়েছে। তার আর্থিক পরিমাণ ১০-১২ কোটি টাকা। নাইকোর হিসাবে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও কম। এই হিসাবে সহায় সম্পদসহ পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির হিসাবে টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ড বিস্ফোরণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৬,৩৫০ থেকে ১৫,২০০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১১৫-৩১০ বিসিএফ। আশঙ্কা করা হচ্ছে বিস্ফোরণ যেভাবে ঘটেছে তাতে পুরো গ্যাস কাঠামোই অকেজো হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে গ্যাসের পরিমাণ হবে ১১৯০ বিসিএফ। শুধু গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ হবে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। সেই সঙ্গে পরিবেশসহ সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হিসাবে আসলে এ ক্ষতির পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। জাতির জন্য এ এক ভয়াবহ ক্ষতি। জাতীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য তা এক মহাবিপর্যয়।

এ পরিস্থিতিতে শুধু গ্যাস সেক্টরই নয়, রাষ্ট্রের পরিত্রাণ জরুরি।

**লেখক**

*পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব এনার্জি টেকনোলজি ও ডীন, তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল অনুষদ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*